منتخب احادیث

বিষয়-ভিত্তিক কতিপয়
নির্বাচিত হাদীসের সংকলন

বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় নির্বাচিত হাদীস-এর সংকলন

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহ্মদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৯ (বাংলাদেশ)

বর্তমান সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২০ (ভারত)

সংখ্যা : ১০০০ কপি

প্রকাশক : নাজারত নশর ও এশায়া'ত ; কাদিয়ান গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত

মুদ্রণে : ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, ভারত

SELECTED VERSES OF HADITH IN BENGALI

Translated by : Maulana Saleh Ahmad (Sadar Murabbi)

1st Edition : March 1989 (Bangladesh)

Present Edition : September 2020 (India)

Copies : 1000

Published by : Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India

Printed at : Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

পবিত্র কলেমা তৌহীদ-

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ

- র প্রচার ও একে ভালবাসার অপরাধে কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত, খোদার পথে দুঃখ ও শাহাদত বরণকারী এবং মূর্তিমান বেলালরূহ আহমদী মুসলমানদের পক্ষ হতে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শত-বার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি অকৃত্রিম এবং পবিত্র উপহার।

বিসমিল্লা হির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

“বিষয় ভিত্তিক কতিপয় নির্বাচিত হাদীস এর সংকলন” পুস্তিকাটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ সর্বপ্রথম মার্চ ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ বাংলাদেশ ।

এই সংকলনে হাদীস শরীফের বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় হাদীস নির্বাচন করেছেন নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। এটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোয়াল্লিম সিলসিলা কাজী আয়াজ মহম্মদ এবং রিভিউ করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান এবং জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী,সদর এশাআত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ। প্রুফ দেখেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে পুস্তিকাটি কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তিকাটির প্রকাশনার সাথে যারা যেভাবে যুক্ত আছেন আল্লাহতা’লা তাআলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

সেপ্টেম্বর ২০২০
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া’ত কাদিয়ান

বিসমিল্লা হির রাহমানির রাহিম

মুখবন্ধ

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত কথা অথবা যা তাঁর জীবনের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এবং যা কিছুকাল ধরে তাঁর সাহাবী এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে, তাকে হাদীস বলা হয়। প্রতিটি হাদীসের এক একটি সরল ও প্রকাশনা অর্থ আছে। যার অভ্যন্তরে নিহিত আছে নানা অর্থ, নানা তত্ত্ব - যা গভীর থেকে গভীরতর তাৎপর্যে ভরপুর। অনুবাদ যত অনবদ্য ও নির্ভরযোগ্যই হউক না কেন তা হাদীসের ন্যায় সুবিস্তৃত বিষয়বস্তু সম্বলিত ও তত্ত্ব তাৎপর্য-সমৃদ্ধ বাণীর অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে দিতে পারা যায়। ইসলামের ভিত্তিসমূহ ও গুণাবলীকে আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্যকারী হতে হবে। হাদীস ইসলামে ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং "ফেকাহ বা বিধি-বিধান সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আমরা যখন এই ব্যাপারটা চিন্তা করি যে, দুনিয়ার অধিক সংখ্যক লোক, কৃষ্টিগত কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে একে অপর হতে আলাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তারা অদ্যাবধি হাদীস অধ্যায়নের কোন সুযোগ পায়নি, তখন এটা সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, ব্যাপারটা কত বেশি গুরুতর। সত্যিই এটা মর্মান্তিক ব্যাপার যে, বিগত চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে হাদীস শরীফের বিভিন্ন গ্রন্থের মাত্র গুটিকতক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিষয়-ভিত্তিক হাদীসের অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চাভিলাষী ও মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ১৯৮৯ সালের মধ্যে এই জামাতের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অন্যূন একশতটি বহুল প্রচলিত ভাষায় চয়নকৃত হাদীসসমূহের উপহার দুনিয়াবাসীকে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভাষীদের কাছে এই বিষয়-ভিত্তিক কিছু কিছু যথোপযুক্ত হাদীসের অনুবাদ পেশ করবার উদ্দেশ্য হল, এমন সব পাঠকের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার খানিকটা তুলে ধরা যারা ইসলাম ও ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খুব সামান্যই অবহিত কিংবা আদৌ অবহিত নন।

আমরা আশা করি এবং এই প্রার্থনা করি যে, এই উদ্যোগ মানুষের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে অনেকাংশে সক্ষম হবে এবং এটা সেই পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত সম্পর্কে জানার বসনাকে জাগ্রত করবে যা সন্নিবিষ্ট রয়েছে নিশ্চিত ঐশী প্রত্যাদেশ গ্রন্থ আল কুরআনে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচ্য সংকলনে হাদীস চয়ন করা হয়েছে :

(১) নিয়ত ও আমল
(২) আল্লাহ্‌র মহিমা ও মর্যাদা
(৩) আল্লাহ্‌র একত্ব
(৪) সর্বোত্তম যিকর-আল্লাহ্ তাআলার যিকর
(৫) আল্লাহ্‌র ভালবাসা
(৬) কুরআন করীম
(৭) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চরিত্র
(৮) ইসলামের ভিত্তি
(৯) নামায ও ইবাদতের পদ্ধতি
(১০) রোযা
(১১) হজ
(১২) যাকাত - আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়
(১৩) সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখা।
(১৪) দাওয়াত ইলাল্লাহ্
(১৫) কর্তব্য ও বিধি-নিষিধ সম্পর্কিত
(১৬) বিবাহ
(১৭) উত্তম আখলাক
(১৮) ইসলাম সমাজ
(১৯) জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া
(২০) মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার
(২১) প্রতিবেশী সম্পর্কিত
(২২) পানাহার সম্পর্কিত
(২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ
(২৪) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
(২৫) হিংসা বিদ্বেষ
(২৬) ইসলামের অধঃপতন
(২৭) ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন

এই সংকলনে সংকলিত হাদিসগুলো চয়ন করেছেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)।

খাকসার
এম. এ. সাকী
এডিশনাল ওকিলুত তসনিফ ও সেক্রেটারী প্রকাশনা, লন্ডন ।

বিষয় ভিত্তিক সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
1.	নিয়্যত ও আমল	**14**
2.	আল্লাহর মহিমা ও মর্যাদা	**16**
3.	আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ	**18**
4.	সর্বোত্তম যিকর-আল্লাহ্ তালার যিক্‌র	**19**
5.	আল্লাহ্‌র ভালবাসা	**24**
6.	কোরআন করীম	**29**
7.	হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম চরিত্র	**31**
8.	ইসলামের ভিত্তি	**34**
9.	নামায এবং ইবাদতের পদ্ধতি	**36**
10.	রোযা	42
11.	হজ্জ	**44**
12.	যাকাত – আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়	**46**
13.	সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখা	**51**
14.	কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত	**55**
15.	বিবাহ	**57**

বিষয় ভিত্তিক সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
16.	উত্তম চরিত্র	**59**
17.	ইসলামী সমাজ	**64**
18.	জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া	**67**
19..	পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার	**68**
20	প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার	**70**
21.	দুর্বলদের প্রতি স্নেহ	**72**
22.	ক্ষমা	**73**
23.	পানাহার সম্পর্কিত	**74**
24.	পোষাক পরিচ্ছদ	**76**
25.	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	78
26.	হিংসা-বিদ্বেষ	**79**
27.	অহংকার	**81**
28.	মিথ্যা	**82**
29.	ইসলামের অধঃপতন	**84**
30.	ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন	**86**
31.	হুজ্জাতুল বিদা	**91**

ভূমিকা

ইসলাম একটি মহান ধর্ম (পরিপূর্ণ জীবন বিধান)। এর মাহাত্ম্যের ভিত্তি হল কোরআন করীম, যা যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সন্দেহ থেকে পবিত্র এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা ও মতাদর্শের আধার। এ-কারণেও যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ মোস্তাফা (সা.) উক্ত সমস্ত বিধি-নিষেধের উপর সম্পূর্ণরূপে নিজ কর্ম জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। একই রকমভাবে যে শিক্ষাবলী তিনি (সা.) উপস্থাপন করেছেন সেগুলি নিজের ব্যক্তি সত্ত্বায় পূর্ণাঙ্গীন অনুবর্তীতার মাধ্যমে এক যুগান্তকারী আদর্শ সাব্যস্ত হয়েছে।

তাঁর (সা.)-র আদর্শ ও শিক্ষাবলীর মধ্যে সুগভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক তাঁর সাহাবাগণ (রা.)-র প্রতি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.)-র নিকট সৈয়্যদনা হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য জানতে চাওয়া হলে তিনি (রা.) উত্তরে বলেন যে, **"তাঁর (সা.)-র আমল বা কর্ম তো কোরআন-ই ছিল"**।

তাঁর (সা.)-র নির্দেশাবলী এবং ঐশী বাণীর মধ্যে কোন বৈপরীত্য ছিল না। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া ওহী স্বচ্ছ ছিল। যার মধ্যে তাঁর (সা.)-এর প্রবৃত্তির ইচ্ছা-আকাঙ্খার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। কোরআন করীম তাঁর সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি (সা.) নিজ পক্ষ হতে কোন কিছুই বলতেন না, বরং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ ঐশী বাণী অনুযায়ী ছিল।

সুতরাং এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাঁকে (সা.) কোরআন করীম -এ মানব জাতির স্বার্থে কেয়ামত অবধি এক পূর্ণ আদর্শ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে বলেন-**"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ বিদ্যমান"**।

মানব জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের উপর কোরআন করীমের নির্বাচিত আয়াত সমূহের সংকলন ইতি পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। এখন আহাদীসের একটি নির্বাচিত সংকলন বা অন্য কথায় বলতে গেলে রসূল করীম (সা.) -এর

পবিত্র জীবনচরিত, তাঁর দিন-রাত্রির কর্মব্যস্ততা এবং নির্দেশাবলীর নির্বাচিত সংকলন উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই বাণী-সমগ্র পাঠে রসূল করীম (সা.) -এর প্রাত্যহিক জীবন যাপন, তাঁর ইবাদত সমূহ, তাঁর সুমহান আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং তাঁর শিক্ষাদান ও উপদেশাবলীর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। কিছু বর্ণনা রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবদ্দশাতেই সংকলিত হয়েছিল কিন্তু বেশীরভাগ বর্ণনাই তাঁর তিরোধানের প্রায় দুই শত বৎসর পর লেখনীর আওতায় আনা হয়। যদিও বেশীরভাগ ঘটনাই এত দীর্ঘ সময় পর একত্রিত করা হয়েছিল তথাপিও এই বর্ণনা গুলিকে নিম্ন লিখিত কারণে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়।

যেহেতু রসূল করীম (সা.) এর বাণী সমূহ তাঁর সাহাবাদের দৃষ্টিতে খুবই পুত-পবিত্র বিশ্বাসের সাথে গ্রহণীয় ছিল, তাই তিনি যা কিছু বলতেন তা তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর সাহাবাগণ হৃদয়স্থ করে নিতেন এবং পরবর্তীতে (সাহাবাগণ এই নির্দেশনাবলীকে) নিজেদের মধ্যে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাই ছিল যে, তাঁর বর্ণনাকৃত উপদেশাবলী খুবই ধর্মীয় আবেগ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে শোনা হয়ে থাকত। তাঁর বর্ণনাকৃত মূল বাক্যাবলীর মধ্যে কোনরূপ অতিশয়োক্তি অথবা অতি সাধারণ কোন পরিবর্তন করাও আল্লাহ তা'লার নিকট শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করা হত। এ সম্পর্কে স্বয়ং রসূল করীম (সা.) এ সতর্কবাণী দিয়েছেন :- "সেই ব্যক্তি যে আমার প্রতি এমন বাক্যাবলী আরোপ করে যা আমি বলিনি (আখেরাতে) তার স্থান জাহান্নাম হবে।"

তৃতীয়তঃ এটা যে, যখন লোক তাঁর (সা.) সম্পর্কে অথবা তাঁর বর্ণনাকৃত কোন ঘটনা কারোও সম্মুখে উপস্থাপন করতো তখন বর্ণনা শ্রবণকারীর জন্য এটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য মনে করা হত যে, শুধু এই বর্ণনাকেই সে হৃদয়ঙ্গম করবে না বরং বর্ণনাকারীর নাম এবং তার বিবরণও সংগ্রহ করবে, যদি কখনও বর্ণনাটির বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান জরুরী হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে ঘটনা বর্ণনাকারী আগে যেন মূল বর্ণনাকারীর সত্যায়ন করতে সক্ষম হয়।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল রসূল করীম (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরব জাতি তাদের অসাধারণ মুখস্থ বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল। রসূল করীম (সা.)-এর আগমনের পূর্বেও আরবদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া দুষ্কর ছিল যাদের আরব কবিদের এক লক্ষ অথবা ততোধিক স্তবক মুখস্থ থাকত না। এছাড়াও পূর্ব পুরুষগণের নামের তালিকা স্মরণ রাখার ক্ষেত্রেও আরব জাতি বিখ্যাত ছিল।

রসূল করীম (সা.) এর আবির্ভাবের পর তাঁর মান্যকারীরা আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রভূত উন্নতি সাধন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁরা তাদের অতিরঞ্জিত স্বভাবের, অতিরঞ্জিত বিষয় সমূহের প্রতি নিন্দা প্রদর্শন করতে থাকেন।এতদ্সত্ত্বেও কোরআন করীমের মধ্যে শুধু সোজা সরল কথাই নয় বরং বর্ণনার বিশ্বাস যোগ্যতার তথ্যানুসন্ধানের উপরও অতি মাত্রায় তাগিদ বিদ্যমান ছিল।এই সমস্ত কারণে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা রসূল করীম (সা.) এর বাণী সমূহ সংগৃহীত করার ক্ষেত্রে এমন সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে যা অপর কোন ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সংগ্রহের ক্ষেত্রে কখনোই গ্রহণ করা হয় নি।

এই বাণী সমূহকে একত্রিতকরণ করতে গিয়ে মুসলমান সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণ এত বিস্তারিতভাবে তথ্যানুসন্ধান করেছেন আর বর্ণনাগুলির নির্ভর যোগ্যতার বিষয়ে এত সতর্ক থেকেছেন যে, অপর কোন ঐতিহাসিক বিবৃতি সংগ্রহ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এর পবিত্র বাণীগুলির একত্রীকরণের সঙ্গে তুলনা হতে পারে না।

প্রত্যেক হাদীসের বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খলার প্রতিটি পর্বের উল্লেখ হাদীসের সমস্ত বড় সংগ্রহের মধ্যে বিদ্যমান। এমন কি বর্ণনাকারীদের স্বভাব-চরিত্র ও তাদের নির্ভরযোগ্যতার তত্ত্ব উদ্ঘাটন স্বতন্ত্র একটি বিষয়ের রূপ নিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে চরিত্রটি নিয়ে পড়াশোনা ও বর্ণনাকারী এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। আমাদের সেই সব পাঠকদের উপকারের জন্য যারা ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ ধারণা রাখেন না আমরা এখানে সমীচীন মনে করছি যে, হাদীসের উপর যে অসংখ্য পুস্তক লেখা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ইসলামের আলেমগণের নিকট

ছয়টি গ্রন্থ অসাধারণ গুরুত্বের বাহক হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই ছয়টি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ **সিহাহ্ সিত্তাহ্** নামে খ্যাত।

এখন নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত সংকলনে উপস্থাপিত বেশীরভাগ হাদীস গুলি উপরোক্ত হাদীসের এই ছয়টি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। হাদীসের এই গ্রন্থাবলী এবং এগুলির সংকলনকারী মহান ব্যক্তিত্বগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাক্রমে নিচে প্রদত্ত হল :-

সহী বুখারী : -

কোরআন করীমের পরে এই গ্রন্থকে সর্বাধিক বিশ্বাস যোগ্য বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থের সংকলনকারী বোখারার অধিবাসী মহম্মদ ইসমাঈল বুখারী ছিলেন, যিনি ইমাম বুখারী নামেই সমধিক পরিচিত। (জন্ম- ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু- ২৫৬ হিজরী, তদনুযায়ী ৮১৬-৮৭৮খ্রীঃ)

সহীহ্ মুসলিম : -

গুরুত্বের বিচারে সহী মুসলিমকে দ্বিতীয় স্থানে মনে করা হয়। একে সংগ্রহ করেন মুসলিম বিন আল-হেজাজ । যিনি খোরাসনের শহর নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন (জন্ম - ২০২ হিজরী, মৃত্যু - ২৬১ হিজরী)।

জামে তিরমিযী : -

তৃতীয় স্থানে জামে তিরমিযী, এর সংকলনকারী ইমাম মোহাম্মদ বিন ঈসা। তিরমিযের অধিবাসী ছিলেন (জন্ম - ২০৯ হিজরী, মৃত্যু - ২৭৯ হিজরী)।

সুনান আবু-দাঊদ : -

পরবর্তী স্থানে সুনান আবু-দাঊদ। যার সংগ্রাহক সুলাইমান বিন আল-আশআস ছিলেন, যিনি আবু-দাঊদ নামে পরিচিত (জন্ম - ২০২ হিজরী, মৃত্যু - ২৭৫ হিজরী)।

সুনান ইবনে মাজাহ : -

বিশ্বাসযোগ্যতার নিরীখে পঞ্চম স্থানে রয়েছে সুনান ইবনে মাজাহ্। এর সংগ্রহকারী মহম্মদ ইবনে মাজাহ্ ছিলেন। যিনি ইরাকের বিখ্যাত শহর কাযদিনের অধিবাসী ছিলেন (জন্ম - ২০৯ হিজরী, মৃত্যু - ২৭৫ হিজরী)।

সুনান নিসাঈ : -

ষষ্ঠ স্থানে হাদীসের গ্রন্থ সুনান নিসাঈ। এটা আহমদ বিন শোয়েব সংগ্রহ করেছিলেন। যিনি খোরাসনের শহর 'নিসা'-তে বসবাসের কারণে নিসাঈ নামে পরিচিত ছিলেন (জন্ম - ২১৫ হিজরী, মৃত্যু - ৩০৬ হিজরী)।

মোওতা ইমাম মালেক : -

সিহাহ্ সিত্তাহ্ (ছয়টি নির্ভরযোগ্য) ব্যতিরেকে হাদীসের আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন আছে, যা মোওতা ইমাম মালেক নামে খ্যাত। এর সংগ্রাহক মালেক বিন আনাস, সাধারণতঃ ইমাম মালেক নামেই বিখ্যাত ছিলেন। এই গ্রন্থ সিহাহ্ সিত্তাহ্ - র মধ্যে এই কারণে শামিল নয়, কেননা এটিকে ফিকাহ্-র গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে ফিকাহ্ শাস্ত্রের সমস্যা সমাধানে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যে ঘটনা গুলি মোওতা ইমাম মালেকের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলির নির্ভর যোগ্যতা একথা থেকেই প্রকাশ পায় যে, সেগুলির সবটাই সহী বুখারী ও সহী মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীস সংগ্রহকারীদের মধ্যে ইমাম মালেকের স্থান এতটাই শীর্ষে যে, তাঁকে **'ইমামুল মোহাদ্দেসীন'** অর্থাৎ হাদীস সংকলনকারীদের ইমাম বলা হয়। হাদীস সংকলনকারী আলেমগণের প্রত্যেকেই তাঁর এই উন্নত মর্যাদার সত্যায়ন করেছেন।

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

নিয়্যত ও আমল

1

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهٗ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

(بخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, "নিয়্যতের ওপর কর্মফল নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করে তাই সে পাবে। যার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে হবে, বস্তুত তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে হবে; যার হিজরত দুনিয়ার দিকে হবে, সে দুনিয়াকেই লাভ করবে অথবা যদি তার হিজরত

কোন মহিলার দিকে হয় যাকে সে বিবাহ করতে পারে তাহলে তার হিজরত তার জন্যই হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।"

(বুখারী, মুসলিম, বাব কাইফা কানা বাদউল ওহী)

②

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ.

(بخاری کتاب الایمان باب المسلم من سلم ...)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, "প্রকৃত মুসলমান সে-ই-যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মোহাজের (হিজরতকারী) সে-ই যে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ-ঘোষিত বস্তুকে পরিত্যাগ করে।"

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

আল্লাহ্‌র মহিমা ও মর্যাদা

3

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ، سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ اَنَا الْجَبَّارُ، اَنَا الْمُتَكَبِّرُ، اَنَا الْمَلِكُ، اَنَا الْمُتَعَالُ يُمَجِّدُ نَفْسَهٗ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُهَا، حَتّٰى رَجِفَ بِهَا الْمِنْبَرُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيَخِرُّ بِهٖ۔

(مسند احمد صفحه ۸۸ جلد ۲)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের ওপর বসে কুরআন মজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন :

"وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ۔ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔"

"এবং আকাশসমূহ তার ডান হাতে গুটানো আছে তিনি তা থেকে পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে যা তারা শরীক করে।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ বলেন, "আমি সর্বাধিপতি, আমি সর্বোচ্চ।" (এরূপে) তিনি স্বয়ং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলি এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, যার দরুন মিম্বর সজোরে কাঁপতে থাকে এবং আমরা মনে করলাম তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (মিম্বরসহ) পড়ে যাবেন। (মুসনাদ আহ্‌মদ)

4

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عنه قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ خَفِیْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ۔

(بخاری کتاب الرد علی الجهنیة ...باب قول الله یضع الموازین بالقسط)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দু'টি বাক্য রহমান আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, যা বলতে সহজ কিন্তু ওজনে অত্যাধিক সারবত্তাপূর্ণ এবং তা হল-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজ প্রশংসাসহ অতি পবিত্র; আল্লাহ অতি পবিত্র, অতীব মহান।" (বুখারী, কিতাবুর রাদ্দে)

আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদ

5

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهٖ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِىْ عَبْدِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ ، وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ، تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ اَنْ يَّقُوْلَ فَلَنْ يُّعِيْدَنَا كَمَا بَدَأَنَا، وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ يَقُوْلُ اِتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِّىْ كُفُوًا اَحَدٌ۔

(مسند احمد جلد ۲ صفحه ۳۱۷)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে থাকে, অথচ তার এমন করা উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ তার এরূপ করা সমীচীন হয় না। আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অর্থ হল যে, সে বলে তিনি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌) কখনও আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবেন না যেমন তিনি আমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে গালি দেওয়ার অর্থ হল যে, সে বলে আল্লাহ্‌তা'লা পুত্র গ্রহণ করেছেন অথচ আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকেও জন্ম দিইনি এবং আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমকক্ষ কেউ নেই।"

(মুসনাদ আহ্‌মদ)

সর্বোত্তম যিক্‌র-আল্লাহ্ তা'লার গুণগান

6

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

(ترمذی کتاب الدعوات باب دعوۃ المسلم مستجابۃ)

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : "সর্বোত্তম যিক্‌র হল

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (মা'বুদ) নেই এবং সর্বোত্তম দোয়া হল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

7

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُهٗ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: فَقَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لَا

يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔

(بخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ۔)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে স্মরণ করে সে জীবিতের ন্যায় এবং যে তাকে স্মরণ করে না সে মৃতের ন্যায়। মুসলিম শরীফের বর্ণনা, তিনি বলেন- "সেই ঘর জীবিতের ন্যায়, যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়।" (বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত)।

8

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ۔

(مسلم کتاب الذکر استحباب خفض الصوت بالذکر)

হযরত আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমরা ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় লোকেরা উচ্চ স্বরে "আল্লাহু আকবর" (অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতে লাগল। তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে লোকেরা! তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছো না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। তোমরা তো তাকেই ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটতম এবং তোমাদের সাথে সর্বদা বিদ্যমান।"

(মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌র)

9

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَّبِعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَؤُا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَآءِ قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْاَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيَحْمِدُوْنَكَ وَيَسْئَلُوْنَكَ، قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالُوْا : يَسْئَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِيْ؟ قَالُوْا : لَا اَيْ رَبِّ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِيْ، قَالُوْا : وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ : وَمِمَّا يَسْتَجِيْرُوْنَنِيْ؟ قَالُوْا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِيْ؟ قَالُوْا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِيْ ؟ قَالَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَكَ قَالَ : فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَاَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا اِسْتَجَارُوْا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ : فَيَقُوْلُ : وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ -

(مسلم كتاب الذكر باب فضل مجالس الذكر)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ্তা'লার কিছু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্তা সব সময় এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্র যিক্র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান, যেখানে (আল্লাহ্র) যিক্র হতে থাকে, তারা তাদের সাথে বসে পড়ে নিজেদের পাখার মাধ্যমে একে অপরকে আবৃত করে। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

(টীকা: এ রকম মজলিসের ওপর খোদাতা'লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না।) অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস থেকে উঠে যায় তখন ফিরিশ্তাগণও আকাশে চলে যান। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছো?' তখন তারা উত্তর দেন 'আমরা তোমারই ঐ সব বান্দার কাছ থেকে এসেছি যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার কাছে যাচ্ঞা করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তারা দোয়াতে আমার কাছে কি কামনা করছিল?" ফিরিশ্তাগণ বলেন, "তারা তোমার কাছে তোমার জান্নাত যাচ্ঞা করছিল।" আল্লাহ পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? ' ফিরিশ্তাগণ উত্তর দেন– হে প্রভু! না তারা দেখেনি। তিনি বলেন, কি অবস্থা হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখতো! তারা বলেন, তারা তোমার কাছে তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল। তিনি বলেন, তারা কি হতে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করছিল? তারা বলেন, হে প্রভু! তোমার আগুন থেকে। তিনি বলেন, তারা কি আমার আগুন দেখেছে? তারা বলেন, না তারা তা দেখে নি। তিনি বলেন, তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখতো। তখন তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলো। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা চেয়েছিল তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা থেকে আশ্রয় চেয়েছে তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো

অত্যন্ত পাপী ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে তাদের সাথে দর্শকের মত বসে গেল। তিনি বলেন আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা তারাতো ঐ সকল আশিস প্রাপ্ত লোক, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌র)।

আল্লাহ্‌র ভালবাসা

10

عَنْ اَبِي الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ مِنْ دُعَآءِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَّفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

(ترمذی کتاب الدعوات)

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হযরত দাউদ (আ.) নিম্নলিখিত ভাবেও দোয়া করতেন:

'হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার ভালবাসা কামনা করি এবং ঐ সব ব্যক্তির ভালবাসাও কামনা করি যারা তোমাকে ভালবাসে এবং ঐ সব (পুণ্য) কর্ম যেন করতে পারি যা তোমার ভালবাসার কাছে পৌঁছে দেয়। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং ঠান্ডা পানির (যা মুমূর্ষু পিপাসার্ত ব্যক্তির কাছে প্রিয়) চেয়েও প্রিয় করে দাও।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

11

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ : اَنْ يَّكُوْنَ

اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ،وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ
اَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ۔
(بخاری کتاب الایمان باب حلاوۃ الایمان)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, তিনটি এমন গুণ আছে যদি কোন ব্যক্তি তাদের অধিকারী হয় তাহলে সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ উপলব্ধি করবে। (আর সেই গুণগুলি হল:) অন্যান্য সব বস্তু হতে তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অধিক প্রিয় হওয়া, শুধু মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা এবং অবিশ্বাস হতে আল্লাহতা'লা তাকে রক্ষা করবার পর পুনরায় এতে ফিরে যাওয়া তার কাছে সেভাবে অপছন্দনীয় যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

12

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ
مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ اَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا
عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ اَحَدٌ۔
(مسلم کتاب التوبۃ باب فی سعۃ رحمۃ اللہ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, মু'মিন যদি আল্লাহ্র কাছে যা কিছু শাস্তির জন্য নির্ধারিত আছে তা জানতে পারত তাহলে কেউ কখনও তার জান্নাতও পাওয়ার আশা করতো না এবং কাফের যদি আল্লাহ্র রহমত হতে তার কাছে যা কিছু আছে তা সম্বন্ধে

জানত তা হলে কেউ কখনও তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

(মুসলিম, কিতাবুত তওবা)

13

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَلْيَظُنَّ بِيْ مَا شَاءَ ـ

(بخاری کتاب التوحید باب یحذرکم اللہ نفسہ ومسند دارمی باب حسن الظّن)

হযরত উয়াসেলা ইবনে আল আসক্বা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "মহান বরকতময় আল্লাহতা'লা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সাথে ঐ ব্যবহার করে থাকি যা সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে। অতএব সে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।"

(বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)

14

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهٗ حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ وَاللهِ ! اَللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَآلَّتَهٗ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا ، وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَيَّ يَمْشِيْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ ـ

(مسلم کتاب التوبۃ باب فی الحضّ علی التوبۃ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেছেন আমি আমার বান্দার সাথে তার ধারণানুযায়ী ব্যবহার করে থাকি। আমি তার সাথে থাকি যখনই সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় তোমাদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর খুশী হন, যে মরুভূমিতে তার হারানো উটকে পাওয়ার পর খুশী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আমার কাছে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে পদ ব্রজে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" (মুসলিম, কিতাবুত তওবা)

15

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰی نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰی بَنِیْهِ فَقَالَ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِیْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِیْ ثُمَّ ذَرُوْنِیْ فِی الرِّیْحِ فِی الْبَحْرِ فَوَا اللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَیَّ رَبِّیْ لَیُعَذِّبَنِّیْ عَذَابًا مَّا عَذَّبَهٗ اَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوْا بِهٖ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لِلْاَرْضِ اَدِّیْ مَا اَخَذْتِ ، فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهٗ : مَا حَمَلَكَ عَلٰی مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْیَتُكَ اَوْ مَخَافَتُكَ یَارَبِّ! فَغَفَرَ لَهٗ ۔

(بخاری کتاب التوحید، ابن ماجه کتاب الزهد باب ذکر الذنوب، مسند احمد جلد ۲ صفحه ۲۶۹)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন "আল্লাহ্তা'লা বলেন, এক ব্যক্তি নিজের প্রাণের উপর অত্যাধিক অত্যাচার করল

এবং যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন সে তার সন্তানদেরকে ওসীয়্যত করে বললো, আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো তখন তোমরা আমার মৃত-দেহকে জ্বালিয়ে দিও, তারপর আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমুদ্রের ঝঞ্ঝা -বায়ুতে উড়িয়ে দিও। আল্লাহ্‌র কসম আমার প্রভু যদি আমাকে ধরে ফেলেন, তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দেবেন যা তিনি আর অন্য কাউকেও দেননি।' তিনি (হুযূর সা.) বললেন, তারপর তারা তাই করল। তখন তিনি (আল্লাহ্) ধরিত্রীকে বললেন, যা কিছু তুমি গ্রহণ করেছো তা আমাকে ফিরিয়ে দাও। সহসা দেখ! সে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র সামনে) পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করল। তিনি (আল্লাহ্) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাকে এমনটি করতে প্ররোচিত করলো ? সে বলল, হে আমার প্রভু ! তোমার ভয় এবং ভীতি আমাকে এমন করতে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং (আল্লাহ্) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুত তওহীদ ও মুসনাদ আহ্‌মদ)

কোরআন করীম

⑯

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ۔

(بخاری کتاب فضائل القراٰن باب خیرکم من تعلم القراٰن)

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়।"

(বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কোরআন)

⑰

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ۔

(ترمذی فضائل القراٰن باب من قرأ حرفًا)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের কোন অংশ শেখেনি, নিশ্চয় তার উপমা এক পরিত্যক্ত গৃহের মত।"

(তিরমিযী, ফাযায়েলুল কুরআন)

18

عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: اَمَّابَعْدُ اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَاُجِيْبَ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ، وَاَهْلُ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ . اُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ .

(مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علیؓ)

হযরত যায়েদ বিন আরক্বাম (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) একবার ভাষণের জন্য আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা মহিমা ও গৌরব বর্ণনা করলেন, আমাদের উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই মানুষ, একদিন আমার প্রভুর এক সংবাদ বাহক আসবে এবং আমি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিব। আমি দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। প্রথমত 'কিতাবুল্লাহ' যার মধ্যে হেদায়াত ও নূর রয়েছে। সুতরাং কিতাবুল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধর এবং এর উপর আমল কর। এভাবে রসূল (সা.) কিতাবুল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়ান এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি বললেন, দ্বিতীয়ত আমার পরিবারবর্গ। তোমাদের আমি আমার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে আল্লাহকে স্মরণ করে উপদেশ দিচ্ছি। (এভাবে তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন)।

(মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলুল সাহাবা)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম চরিত্র

19

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِیْ اَوْفٰی قَالَ :كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْنِفُ وَلَا يَسْتَنْكِفُ اَنْ يَّمْشِیَ مَعَ الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِیْ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا ۔

(مسند دارمی باب فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন। (মুসনাদ দারমী, বাব তওয়াযাহ্)

20

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِیْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْئٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهٖ اِلَّا اَنْ يُّنْتَهَكَ شَيْئٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ۔

(مسلم کتاب الفضائل باب مباعدتہ الآثام واختیارہ من المباح)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও কাউকেও প্রহার করেননি-না কোন মহিলাকে, না কোন খাদেমকে, যদিও তিনি

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করেছেন। যদি তিনি কখনও কারও দ্বারা কষ্ট পেতেন তবুও তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র বর্ণিত পবিত্র স্থান সমূহকে অপবিত্র করা হত, তখন তিনি আল্লাহ্‌তা'লার জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

21

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلِفُ الْبَعِيْرَ وَيُقِيْمُ الْبَيْتَ
وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَحْلِبُ الشَّاةَ وَيَأْكُلُ مَعَ
الْخَادِمِ وَيَطْحَنُ مَعَهٗ اِذَا أَعْيَا وَكَانَ لَا يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ اَنْ
يَحْمِلَ بِضَاعَتَهٗ مِنَ السُّوْقِ اِلٰى اَهْلِهٖ وَكَانَ يُصَافِحُ الْغَنِيَّ
وَالْفَقِيْرَ وَيُسَلِّمُ مُبْتَدِيًا وَلَا يَحْتَقِرُ مَا دُعِىَ اِلَيْهِ وَلَوْ
اِلٰى حَشْفِ التَّمْرِ وَكَانَ هَيِّنَ الْمُؤْنَةِ، لَيِّنَ الْخُلُقِ، كَرِيْمَ الطَّبِيْعَةِ،
جَمِيْلَ الْمُعَاشَرَةِ، طَلِقَ الْوَجْهِ، بَسَّامًا مِنْ غَيْرِ ضِحْكٍ، مَحْزُوْنًا
مِنْ غَيْرِ عُبُوْسَةٍ، مُتَوَاضِعًا مِنْ غَيْرِ مَذِلَّةٍ، جَوَّادًا مِنْ غَيْرِ
سَرَفٍ رَقِيْقَ الْقَلْبِ رَحِيْمًا بِكُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يَتَجَشَّأْ قَطُّ
مِنْ شَبَعٍ وَلَمْ يَمُدَّ يَدَهٗ اِلٰى طَمَعٍ۔
(مشكوٰة كتاب الفتن باب فى اخلاقه ۔قشيريه ص ٧٥ اسد الغابة جلد
اول ص "٢٩")

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা,) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.)

স্বয়ং নিজ হাতে উটের খাবার খাওয়াতেন, ঘরের টুকিটাকি কাজ করতেন, জুতা সেলাই করতেন, কাপড় রিপু করতেন, ছাগীর দুধ দোহন করতেন, গোলামদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙানোর সময় গোলাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য করতেন। বাজার থেকে জিনিস-পত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়াতে লজ্জাবোধ করতেন না, ধনী ও দরিদ্রের সাথে একইভাবে করমর্দন করতেন, সর্বপ্রথম সালাম করতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না– সেই নিমন্ত্রণ শুধুমাত্র সামান্য খেজুরেরই হোক না কেন। তিনি পরিশ্রান্তদের স্বস্তি প্রদান করতেন। তিনি কোমল স্বভাবের অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর আচারব্যবহার উত্তম ছিল এবং তিনি প্রফুল্ল-বদন ছিলেন। তিনি হাসতেন, কিন্তু উচ্চঃস্বরে নয়। তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না।তিনি বিনয়ী ছিলেন; সংকীর্ণমনা ছিলেন না। তিনি দানশীল ছিলেন কিন্তু অপচয়কারী ছিলেন না। তিনি কোমল চিত্তের অধিকারী ছিলেন এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দয়ালু ছিলেন। তিনি কখনও পেট পুরে খেতেন না– যাতে আলস্য অনুভব করেন এবং কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে হাত প্রসারিত করেননি। (মিশকাত, কিতাবুল ফিতান)

22

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ : اَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا قَالَتْ : قُبِضَ رَسُوْلُ الله ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ۔

(بخاری کتاب اللباس باب الاکسیة)

হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, “একবার হযরত আয়েশা (রা.) আমাদেরকে একটি মোটা সুতির চাদর ও লুঙ্গি বের করে বললেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) এই দু’টি বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।”

(বুখারী, কিতাবুল লেবাস)।

ইসলামের ভিত্তি

23

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ :شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ، وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ۔"

(بخاری کتاب الایمان باب قول النبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল; নামায কায়েম করা; যাকাত আদায় করা; বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ পালন এবং রমযানের রোযা রাখা।"

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

24

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ! مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ

وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ۔

(ترمذی کتاب الایمان باب فی وصف جبریل النبی ﷺ الایمان والاسلام)

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বসে ছিলাম, তখন উজ্জ্বল ধবধবে সাদা কাপড় পরে এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন, যার চুল ঘন কৃষ্ণ বর্ণের ছিল। তার ওপর সফরের কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছিল না এবং তিনি আমাদের কারো কাছে পরিচিতও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এর এত কাছে গিয়ে বসলেন, এমনকি নিজের হাঁটু তাঁর (সা.) হাঁটুর সাথে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (আগন্তুক) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! ঈমান কি? তিনি (রসূল-সা.) বললেন, (ঈমান হল এই যে) আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলগণ, আখেরাত দিবস এবং যা ভাল ও মন্দের নিয়তির সাথে সম্পর্কিত, এই সবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।"

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)

নামায এবং ইবাদতের পদ্ধতি

㉕

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهٗ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهٗ فِي الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلٰثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔

(بخاری کتاب الوضوء باب الوضوء ثلثًا ثلثًا)

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার ওযুর পানি আনলেন। উক্ত পানি দিয়ে (প্রথমে) তিনি পানি ঢেলে তিনবার হাত ধুলেন। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে কুলকুচা করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন এবং তিনবার কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধুলেন। তারপর তিনি মাথা 'মাসাহ' করলেন (অর্থাৎ-মুছলেন)। তারপর তিনি গোড়ালী পর্যন্ত তিন বার পা ধুলেন। তারপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হুবহু আমার মত ওযু করে, তারপর দুই রাকায়াত নামায পড়ে এবং এই দুইটির (অর্থাৎ ওযু এবং নামাযের) মধ্যে কথাবার্তা না বলে তা হলে তার পূর্ববর্তী সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(বুখারী, কিতাবুল ওযু)

26

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَاِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ـ

(مسلم كتاب الطهارات باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু সম্বন্ধে বলব না– যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটিয়ে দিবেন এবং তদ্দারা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন?" তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) নিশ্চয়ই (বলুন)।" তিনি বললেন ওযুকে এর শর্তাবলীর সাথে সম্পূর্ণ করা এবং মসজিদের দিকে বেশি বেশি কদম রাখা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা।"

(মুসলিম, কিতাবুল ত্বহারত)

27

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهٗ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ
وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ ـ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ
حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ـ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ
حَتّٰى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ـ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى
وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقْبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهٰى أَنْ يَفْتَرِشَ
الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ
بِالتَّسْلِيْمِ ـ

(مسند احمد جلد ٦ صفحه ٣١)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের শুরুতে তকবীর (আল্লাহু আকবর) বলতেন। তারপর তিনি আলহামদুলিল্লাহর সাথে কিরআত (কুরআন মজীদের অংশ বিশেষ পাঠ) আরম্ভ করতেন এবং যখন তিনি রুকূ করতেন তখন তিনি মাথা উঠাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজ কোমরকে অধিক বা কম বরং এই উভয়ের মধ্যাবস্থায় না করতেন। এবং যখন তিনি রুকূ করতেন তখন মাথাকে উঠাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত পিঠকে সঠিকভাবে (কোমরের সমান্তরালে) বাঁকা না করতেন। তিনি নিজ মাথা রুকূ থেকে উঠাতেন এবং ততক্ষণ তিনি সিজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সোজা হয়ে

দাঁড়াতেন। এবং যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি (পুনরায়) সেজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সোজা হয়ে বসতেন। এবং তিনি প্রতি দুই রাকাত অন্তর **'আত্তাহিয়্যাতু'** পড়তেন। এবং বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং (ডান পায়ের) গোড়ালি খাড়া রাখতেন এবং তিনি শয়তানের মত বসতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ গোড়ালির উপর বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি সেজদারত অবস্থায় কনুইদ্বয়কে মাটির ওপর কুকুরের মত বিছাতে নিষেধ করেছেন এবং তসলিমের সাথে (অর্থাৎ আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে) নামায শেষ করতেন।

(মুসনাদ আহ্মদ)

28

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالٰى ؟ قَالَ : اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا : قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ـ

(بخاری کتاب الجهاد باب فضل الجهاد والسیر)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রসূলে করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কর্ম সবচাইতে অধিক প্রিয়?" তিনি (সা.) বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম "এরপর কোনটি" তিনি (সা.) বললেন, "মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এর পর কোনটি?" তিনি (সা.) বললেন, "আল্লাহ্তা'লার রাস্তায় জেহাদ করা"।

(বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ)

29

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوْآ اَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَآءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
اَبْنَآءُ عَشْرٍ وَّفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ
(ابوداؤد باب متى يؤمر الغلام بالصلوٰة مسند احمد جلد ۲ صفحه ۱۸۰)

হযরত আমর বিন শোআয়ব (রা.) তার পিতা এবং তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ দান কর। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন তাদের এই ব্যাপারে শাসন কর এবং তাদের বিছানায় পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

30

عَنْ فَاطِمَةَ الزُّهْرَآءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ
وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ
اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ ـ
(مسند احمد حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم جلد ۶ صفحه ۲۸۳)

হযরত ফাতেমা তুয্ যোহ্‌রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন (অর্থাৎ দোয়া করতেন) ঃ বিসমিল্লাহে

ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহে আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যুনুবী ওয়াফ তাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা অর্থাৎ আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) আল্লাহর রসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। হে আমার আল্লাহ আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা সমূহ খুলে দাও। এবং যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "বিসমিল্লাহি ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনুবি ওয়াফ তাহ্লী আবওয়াবা ফাযলিকা" অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি) আল্লাহ্র রসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে আমার আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দাও।

(মুসনাদ আহ্মদ)

রোযা
(31)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ : كُلُّ عَمَلِ بْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصِّیَامَ فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ ۔ وَالصِّیَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ یَوْمُ صَوْمِ اَحَدِ كُمْ فَلَا یَرْفُثْ وَلَا یَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْیَقُلْ : اِنِّیْ صَآئِمٌ ۔ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّآئِمِ اَطْیَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِیْحِ الْمِسْكِ ۔ لِلصَّآئِمِ فَرْحَتَانِ یَفْرَحُهُمَا ، اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ ، وَاِذَا لَقِیَ رَبَّهٗ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ

(بخاری کتاب الصوم باب هل یقول انی صائم اذا شُتِمَ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন রোযা ব্যতীত মানুষের সকল কাজ তার নিজের জন্য। এটি একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার প্রদান করবো এবং রোযা ঢাল (স্বরূপ)। এভাবে যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার দিন পায় তাহলে সে যেন কোন অশ্লীল কথা না বলে এবং যেন চেঁচামেচি না করে। যদি কোন ব্যক্তি তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় তা হলে সে যেন বলে আমি রোযাদার। মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে রয়েছে তার কসম, অভুক্ত থাকার কারণে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চাইতেও পবিত্র-প্রিয়। যে ব্যক্তি রোযা রাখে তার জন্য দু'টি আনন্দ যা দ্বারা সে উৎফুল্ল হয়। যখন সে ইফতার করে তখন সে খুশি হয় এবং যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করে তখন সে নিজের রোযার দরুন আনন্দিত হয়।

(বুখারী কিতাবুস্ সওম)

32

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ یَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَیْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِیْ اَنْ یَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ۔

(بخاری کتاب الصوم باب من لم یدع قول الزور والعمل به)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্যকলাপকে ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী কিতাবুস্ সওম)

33

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰی تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالٰی ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهٗ مِنْ بَعْدِهٖ۔

(بخاری کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) রমযানের শেষ দশ দিন (মসজিদে) ইতিকাফে বসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ ভাবেই ইতিকাফ করতেন। তাঁর (সা.) পর তাঁর সহধর্মিণীগণও অনুরূপভাবে ইতিকাফ করতেন।

(বুখারী, কিতাবুল এ'তেকাফ)

হজ্জ

34

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَاَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا ، فَقَالَ رَجُلٌ : اَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ : ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ ، فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْئٍ فَدَعُوْهُ .

(مسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرّة فى العمر)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তিনি বললেন, "হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয (বিধিবদ্ধ) করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।" তখন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটা কি প্রতি বৎসর পালন করতে হবে ?" তখন তিনি (সা.) চুপ থাকলেন, যে পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি তিনবার বলল। তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) বললেন, "যদি আমি হ্যাঁ বলি তবে এটা (হজ্জ) তোমাদের ওপর ফরয হয়ে যাবে এবং তোমরা এর সামর্থ্য রাখ না। তিনি আরও বললেন, আমি যেখানে তোমাদের ছেড়ে দেই তোমরাও আমাকে

সেখানে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তোমরা আমাকে বেশি প্রশ্ন করো না। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বের অনেকেই বেশি বেশি প্রশ্ন করার কারণে এবং তোমাদের নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমি তোমাদের কিছু করার হুকুম দেই, তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো এবং তোমাদের যা করতে নিষেধ করি তোমরা তাকে পরিত্যাগ করো।"

(মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ)

35

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ-

(مشكوٰة كتاب المناسك)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং কোন ঝগড়া-বিবাদ না-করে, তাহলে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে, যেদিন তাকে তার মাতা প্রসব করেছিলেন (অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)।"

(মুসলিম, কিতাবুল মানাসিক)

যাকাত-আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

36

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ
فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ، فَاِنْ هُمْ
اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ
فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ
اَغْنِيَآئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَآئِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ
وَ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ ۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ۔

(بخاری کتاب الزکٰوة باب لاتؤخذ كرائم اموال الناس فى الصدقة)

হযরত মু’আয (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) আমাকে (কোথাও শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন এবং) বললেন, “নিশ্চয়ই তুমি আহ্‌লে কিতাবের (ঐশী-গ্রন্থের অনুসারী) এক জাতির কাছে যাচ্ছো। তুমি তাদেরকে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করবে যে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি (মুহাম্মদ-সা.) আল্লাহ্‌র রসূল।’ যদি তারা একে মান্য করে তাহলে তুমি তাদের শিক্ষা দাও যে, আল্লাহ্‌তা’লা রাত ও দিনে তাদের জন্য মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মান্য করে তাহলে তুমি তাদের শিক্ষা দাও যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা’লা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যদি তারা এটা মেনে নেয়

তাহলে তোমরা তাদের ধন-সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা কর। অত্যাচারিতের (মযলুমের) হাহাকার থেকে বেঁচে থাকো কেন না তার এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন হিজাব (পর্দা) নাই।" (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)

37

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ .

(ترمذی باب فضل النفقة فی سبیل الله)

হযরত খোরাইম বিন ফাতিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কিছু খরচ করে তার জন্য সাতশত গুণ বর্ধিত করে লেখা হয় (অর্থাৎ পুরস্কৃত করা হয়)।"
(তিরমিযী, বাব ফায্লেন নাফকাতে ফি সাবিলিল্লাহ্)

38

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهٖ اِلَيْهِ بَيْرُحَآءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّآءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ ، قَالَ اَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ :
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ !

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، وَإِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَخٍ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ ـ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ : اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِيْ عَمِّهٖ ـ

(بخاری کتاب التفسیر باب لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা আনসারী ছিলেন মদীনার সবচাইতে বেশী খেজুরের সম্পদে সম্পদশালী 'আনসার' (ঐ সমস্ত লোক যারা মদীনাতে রসূলুল্লাহ্ [সা.]-এর হিজরতের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন) তার নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিল বায়রুহার সম্পদ (খেজুর বাগান)। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায়ই এই বাগানে যেতেন এবং পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি পান করতেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত "তোমরা কখনও পূর্ণ নেকী অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ কর (৩ : ৯৩)" অবতীর্ণ হয়, তখন আবু তালহা (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনার উপর এ আয়াত "তোমরা কখনও পূর্ণ নেকী অর্জন করবে না যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালবাস তা থেকে খরচ কর" অবতীর্ণ করেছেন, তাই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা (বাগান)। আমি এটা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। আমি আশা রাখি আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান পাব ও তা আল্লাহ্র নিকট সঞ্চিত থাকবে। হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি একে গ্রহণ করুন এবং ব্যবহার করুন যেভাবে আল্লাহ্তা'লা আপনাকে নির্দেশ দেন।" নবী করীম (সা.) বললেন, "চমৎকার! এটা একটা লাভ জনক সম্পদ! এটা একটা লাভ জনক

সম্পদ! তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি, কিন্তু আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বন্টন করে দাও।" তখন আবু তালহা (রা.) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নিশ্চয়ই (বন্টন) করব।" সুতরাং আবু তালহা (রা.) তার চাচার ছেলে-মেয়ে এবং নিকটাত্মীয়ের মধ্যে এই বাগান বন্টন করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

39

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔

(بخاری کتاب الزکوۃ باب اتقوا النّار ولو بشق تمرۃ)

হযরত আদি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা খেজুরের একটি টুকরা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করে হলেও আগুন হতে বাঁচ।"

(বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)

40

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ تَعَالٰى قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ تَعَالٰى بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالٰى مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيْلِ۔

(قشیریہ۔ الجود والسخاء)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "একজন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লা, জনগণ ও জান্নাতের নিকট থাকেন, কিন্তু আগুন হতে দূরে থাকে। এবং একজন কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লা জনসাধারণ ও জান্নাত হতে দূরে থাকে, কিন্তু সে আগুনের নিকটে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট ধর্ম ভীরু কৃপণের চাইতে অজ্ঞ দানশীল ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়।" (কাশিরীয়া)

41

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَیُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ: اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِیْحٌ تَخْشَی الْفَقْرَ وَتَاَمَّلَ الْغِنٰی وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰی اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ۔

(مشکوٰۃ کتاب الانفاق)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে আল্লাহর রসূল! কোন্‌ দানের মধ্যে সর্বোত্তম পুরস্কার রয়েছে?" তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, "তুমি এমতাবস্থায় দান-খয়রাত কর যে, তুমি স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর এবং তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং তুমি সম্পদ লাভের আশা রাখ। এই সকল অবস্থায়ই তুমি দান-খয়রাত করার ব্যাপারে আলস্য করবে না– যে পর্যন্ত তোমার মৃত্যু সন্নিকট হয়, তখনও তুমি বলতে থাক যে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তুমি অবগত আছ যে এটা কার জন্য।" (অর্থাৎ মৃত্যুকালীন সময়েও সে সবার মধ্যে তার সম্পদ বন্টন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।)
(মিশকাত, কিতাবুল ইনফাক)

সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখা

42

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

(ترمذی ابواب الفتن باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر)

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন যে, "আমি তাঁর নামে শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই লোকদের ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্‌তা'লার শাস্তি তোমাদের উপর নিপতিত হতে পারে। তখন তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করলেও আল্লাহ্‌তা'লার কাছে গ্রহণীয় হবে না।"

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান)

43

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا

مِنَ الْمَآءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ ۔ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا ۔

(بخاری کتاب الشرکة باب هل یقرع فی القسمة والاستهام فیه)

হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্র সীমাসমূহের উপর দন্ডায়মান ব্যক্তির এবং তা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ জাতির দৃষ্টান্তের অনুরূপ যারা একটি নৌকায় আরোহণ করার জন্য ভাগ্য-তীর নিক্ষেপ (লটারী) করল, ফলে তাদের কেউ-কেউ উপরের পাটাতনে এবং বাকীরা নীচে স্থান পেল। যখন নীচের লোকদের পানির প্রয়োজন হতো তখন তারা নিজের উপরস্থ লোকদের পাশ দিয়ে চলাচল করত। তাই তারা (নিম্নস্থ লোকেরা) বলল, "যদি আমরা আমাদের নৌকার অংশে একটি ছিদ্র করি, আর আমাদের উপরস্থ লোকদেরকে কষ্ট না দিই, সেক্ষেত্রে তারা (উপরস্থ লোকেরা) যদি তাদের বাধা না দেয় এবং সংকল্পবদ্ধ না হয়, তাহলে তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (উপরস্থ লোকেরা) তাদের এ কাজ হতে নিবৃত্ত করে তাহলে তারা সবাই 'মুক্তি' পাবে।" (বুখারী, কিতাবুশ্ শিরকাত)

44

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ۔

(مسلم کتاب الفضائل باب فضائل علی بن ابی طالب وبخاری کتاب الجهاد)

হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্‌তা'লা তোমার মাধ্যমে কোন একজন লোককে হেদায়ত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য মূল্যবান রক্তবর্ণের উট থেকেও উত্তম"। (মুসলিম, কিতাবুল ফযায়েল ও বুখারী কিতাবুল জেহাদ)

(নোট : ঐ সময় আরববাসীদের কাছে রক্তবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ ছিল)।

45

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ـ وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا ـ

(مسلم كتاب العلم باب من سنّ حسنة او سيئة)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে তার পুরস্কার সেই লোকের পুরস্কারের সমান যে তাকে (সত্যের আহ্বানে) অনুসরণ করে। সেক্ষেত্রে সত্য গ্রহণকারীর পুরস্কার থেকে কোন কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্যকে পাপের পথে আহ্বান করে তার ওপর তদনুরূপ পাপ হবে যতটুকু পাপ ঐ ব্যক্তি তার আহ্বানের ফলশ্রুতিতে করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার পাপসমূহ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ইল্‌ম)

46

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا ، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا ـ
(مسلم كتاب الجهاد باب فى الامر بالتيسير وترك التنفير)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সর্বাবস্থায় সহজ পদ্ধতির সৃষ্টি করো, জটিলতা সৃষ্টি করো না। তোমরা সুসংবাদ দান করো, কিন্তু ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

(মুসলিম, কিতাবুল জেহাদ)

কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত (হালাল ও হারাম)

47

عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى فَرَضَ فَرَآئِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا ، وَحَدَّلَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَآءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَآءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا ۔ (دار قطنی)

হযরত আবি সা'লা বাতাল খোশানিয়ে জুরসুম ইব্নে নাশেরিন (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লা কিছু বিধি-বিধান নির্ধারিত করেছেন এর অসম্মান কর না। তিনি যে সীমাসমূহ নির্ধারণ করেছেন সেগুলোকে লঙ্ঘন কর না। তিনি কতগুলো জিনিসকে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন সেগুলির নিকটে যেও না। তিনি কোন-কোন ব্যাপারে নীরব রয়েছেন,তা ভুলে যাবার জন্য নয়, বরং তোমাদের প্রতি দয়ার কারণে বিরত রয়েছেন। সুতরাং তোমরা এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না।" (দারকুতনী)

48

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ، وَمَنْ

وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ ، اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهٗ ، اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ : اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ـ

(مسلم كتاب البيوع باب اخذ الحلال)

হযরত নো'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে , তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় হালাল জিনিসও স্পষ্ট এবং হারাম জিনিসও স্পষ্ট, কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে এমন কিছু জিনিস অবর্ণিত রয়ে গেছে, যেগুলো কোন্ পর্যায়ভুক্ত তা অধিকাংশ লোকই জানে না। যারা এ সকল ব্যাপার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে তারা তাদের দ্বীন ও সম্মানকে নিরাপদে রাখে। যারা এইসব সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয় তারা হারামে নিপতিত হয়। বস্তুত তারা ঐ রাখালের ন্যায়, যে নিজের পশুগুলোকে সংরক্ষিত চারণ-ভূমির চতুষ্পার্শ্বে চরতে দেয় যার মধ্যে পশুপাল যে কোন সময় ঢুকে পড়তে পারে। স্মরণ রাখ, প্রত্যেক সার্বভৌম সত্তার একটি সংরক্ষিত চারণ-ভূমি থাকে, যেখানে অন্য কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। শুন! আল্লাহ্র সংরক্ষিত চারণ-ভূমি হল তাঁর হারাম জিনিসসমূহ। সাবধান! দেহের মধ্যে একখন্ড মাংসপিন্ড আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং যখন তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখো! তা হচ্ছে হৃদয়।"

(মুসলিম, কিতাবুল বায়ঊ, বাব আখযাল হালাল)

বিবাহ

49

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

(بخاری کتاب النکاح باب الاکفاء فی الدین)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সাধারণত কোন মহিলাকে চারটি কারণে অর্থাৎ–তার ধন-দৌলত, বংশ-গৌরব, সৌন্দর্য এবং ধর্ম-পরায়ণতার জন্য বিবাহ করা হয়। কিন্তু তোমরা ধর্ম-পরায়ণা মহিলাকে প্রাধান্য দাও, যাতে তোমাদের হাত ধূলি-ধূসরিত হয়। অর্থাৎ–তুমি বিনয়ী হতে পার।" (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্)

50

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

(مسلم کتاب النّکاح باب الامر باجابة الداعی الی دعوة)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল পাক (সা.) বলেছেন, "ঐ তা'মে ওলীমাহ্ (বিবাহ ভোজ) সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে শুধুমাত্র ধনীরাই আমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য, যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।" (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)

51

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلطَّلَاقُ ـ

(ابوداؤد كتاب الطلاق باب فى كراهية الطلاق)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সকল হালাল জিনিসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হালাল জিনিস হল তালাক।"

(আবু দাউদ, কিতাবুত্‌ তালাক)

52

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ ـ

(ابوداؤد)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম, যে তার পরিবারের সহিত উত্তম আচরণ করে এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।"

(আবু দাউদ)

উত্তম আখলাক

(53)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا. وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَيَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ ! قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ؟ قَالَ : اَلْمُتَكَبِّرُوْنَ.

(ترمذی کتاب البرّ والصلة باب فی معالی الاخلاق)

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল পাক (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সন্নিধানে প্রিয়তম ও নিকটতম হবে, যে চরিত্রের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। তোমাদের মধ্যে তারাই আমার দৃষ্টিতে সবচাইতে ঘৃণিত এবং আমার নিকট হতে অনেক দূরবর্তী হবে যারা মন্দভাষী, কঠোর স্বভাবের এবং **'মুতাফায়হেক'**। তাঁরা বললেন, "আমরা মন্দভাষী এবং কঠোর স্বভাবের লোকদের সম্বন্ধে অবগত আছি, কিন্তু **'মুতাফায়হেক'** কারা"? তিনি (সা.) বললেন, "এরা আত্মম্ভরী।"

(তিরমিযী, কিতাবুল বীর্‌রে ওয়াস্ সালাহ্)

54

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ۔

(السنن الکبریٰ کتاب الشهادة باب بیان مکارم الاخلاق)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আমি আবির্ভূত হয়েছি যেন আমি আখলাককে পরিপূর্ণতা দান করি।"

(আল্ সুনানুল কুব্রা, কিতাবুশ শাহাদত)

55

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْیَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَمَنْ یَّسَّرَ عَلٰی مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللّٰهُ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَاللّٰهُ فِیْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِیْ عَوْنِ اَخِیْهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِیْقًا یَلْتَمِسُ فِیْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِیْقًا اِلَی الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِیْ بَیْتٍ مِّنْ بُیُوْتِ اللّٰهِ تَعَالٰی یَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ

وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ .

(مسلم كتاب الذكر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যে কেউ এ দুনিয়াতে কোন মু'মিনের দুঃখ মোচন করবে আল্লাহ্তা'লা শেষ বিচারের দিন তাকে ক্লেশমুক্ত করবেন। যে কেউ সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির সমস্যাকে সমাধান করে– আল্লাহ্তা'লাও তার ইহজগত ও পরজগতের সমস্যাকে সমাধান করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দেয় আল্লাহ্তা'লাও ইহজগত এবং পরজগতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ্তা'লাও সেই বান্দার সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে আল্লাহ্তা'লাও তার জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। যারা আল্লাহ্তা'লার কিতাব পাঠ করার জন্য আল্লাহ্তা'লার ঘরে সমবেত হয় এবং একে অপরকে তা শিক্ষা দেয় নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লা তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করেন, তারা আল্লাহ্র রহমতে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং ফিরিশ্তারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে ঐ সকল লোকদের সাথে স্মরণ করেন, যারা তার নৈকট্য প্রাপ্ত। যে ব্যক্তিকে তার কর্ম পিছনে ফেলে দিয়েছে তার বংশ-গৌরব তাকে অগ্রগামী করবে না।"

(মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্র)

56

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَاابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ ، قَالَ : يَا رَبِّ ! كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ ۔ يَاابْنَ اٰدَمَ ! اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ قَالَ : يَارَبِّ ! وَ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ۔ يَا ابْنَ اٰدَمَ ! اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ ، قَالَ : يَا رَبِّ! كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ : اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ۔

(مسلم كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল পাক (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিবসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তা'লা বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি কেন আমার খোঁজখবর নাওনি ?" সে বলবে 'হে আমার প্রভু! তুমি বিশ্বের প্রতিপালক, আমি কিভাবে তোমার খোঁজ-খবর নিব।" আল্লাহ্তা'লা বলবেন, "তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল?

কিন্তু তুমি তার খোঁজ খবর নাওনি। তোমার কি জানা নাই, যদি তুমি তার খোঁজ খবর নিতে তাহলে অবশ্যই তার পাশে আমাকে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাওয়াওনি।" সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি বিশ্বের প্রতিপালক, আমি তোমাকে কিভাবে খাওয়াতাম'? আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি জান না যে, যদি তুমি তাকে খাওয়াতে তাহলে তুমি তা আমার কাছে পেতে। হে আদম-সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।' সে বলবে 'হে আমার প্রভু! তুমি তো বিশ্বের প্রতিপালক। আমি কিভাবে তোমাকে পানি পান করাতাম?' তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। এটা কি ঠিক নয় যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তাহলে নিশ্চয় তুমি আমার কাছ থেকে তার প্রতিদান পেতে" (মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্ সালাহ্)

57

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوْا النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ فَسَعُوْهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ۔

(رسالہ قشیریہ، باب الخلق ص ۱۲۱)

হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন, "তুমি কখনো অর্থের দ্বারা মানুষ কে বিত্তশালী করতে পারবে না। সুতরাং তুমি তাদের প্রফুল্ল বদনে ও উত্তম চরিত্র দ্বারা বিত্তশালী কর।"

(রিসালা কাশিরীয়া, বাবুল খুল্‌ক)

ইসলামী সমাজ

58

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ۔

(بخاری کتاب الایمان باب من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউই সত্যিকার ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ করে।"

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

59

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَاَقِلَّ الضَّحِكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ۔

(ابن ماجه کتاب الزهد باب الورع والتقوىٰ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হে আবু হুরায়রা! খোদা ভীরু হও, ফলে তুমি লোকদের মধ্যে সর্বাধিক

ইবাদতগুযার বান্দা হবে। অল্পে পরিতুষ্ট হও, ফলে তুমি বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত ঈমানদার হবে। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত মুসলমান হবে। কম হাসবে, কারণ অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মৃত করে।"

(ইবনে মাজা, কিতাবুয্ যুহ্দ)

60

عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَقُوْلُ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اَفْشُوا السَّلَامَ ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْاَرْحَامَ ،وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ،تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ۔

(ترمذی ابواب صفة القيمة)

হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বলেছেন, তিনি রসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, "হে মানব জাতি! তোমরা 'সালাম' বলাকে প্রসারতা দাও, (গরীবদের) খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, যখন অন্যান্যরা নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়। তোমরা যদি এই কাজগুলো কর তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(তিরমিযী, আব্ওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ্)

61

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهٗ۔

(مسلم كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা তিনজন একত্রিত হও তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে যেন দু'জনে কথা বলো না । কারণ, এটি তৃতীয়জনকে ব্যথা দিতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা অন্যান্যদের সাথে মিলিত হও।

(মুসলিম কিতাবুস্ সালাম)

62

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهٗ اَوْ ثَوْبَهٗ عَلٰى فِيْهِ وَخَفَضَ اَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ شَكَّ الرَّاوِيْ۔

(ترمذى كتاب الاستيذان باب فى خفض الصوت وتخمير الوجه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "এটা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি হাঁচি দিতেন তখন তিনি তাঁর হাত অথবা কাপড় নিজ মুখে রেখে নিতেন এবং এটাকে হাল্কা করতেন অথবা তখন আওয়াজকে ক্ষীণ করতেন" (বর্ণনাকারী এ দু'য়ের কোন একটি হবে বলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন)।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইস্তিযান)

জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

63

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللهَ۔

(ترمذی باب مَا جاء فی الشکر لمن احسن الیك)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়"।

(তিরমিযী, বাব মা-জাআ' ফিশ্ শুক্‌রে)

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

64

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ
بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ ؟ قَالَ : اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : اُمُّكَ ـ قَالَ
ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : اَبُوْكَ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ ،
يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ
ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ ـ

(بخارى كتاب الادب باب من احق الناس بحسن الصحبة)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর নিকট গিয়ে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল! সকল মানুষের মধ্যে আমার সদাচারণের সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে ?” তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, “তোমার মাতা” ঐ ব্যক্তিটি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাস করল, “তারপর কে ?” তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, “তোমার মাতা।” ঐ ব্যক্তিটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করল, “তারপর কে?” তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, “তোমার মাতা।” সে বলল, “তারপর কে ?” তিনি (সা.) বললেন, “তোমার পিতা।” অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রশ্নকারী বলেছিল, “হে আল্লাহ্‌র নবী! সদাচারণের সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে?” তিনি (সা.) উত্তর দেন, “তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার পিতা এবং তারপর তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়গণ।”

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)

65

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ، قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

(مسلم كتاب البرّ والصلة باب رغم انف مَن ادرك ابويه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য! সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য! পুনরায় সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য! যে তার পিতা-মাতার একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে, অথচ (মাতা-পিতার সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করল না।"

(মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্ সালাহ্)

প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার

66

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عنهما قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ۔

(بخاری کتاب الادب باب الوصایا بالجار)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, "জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এমনভাবে উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমার এমনটি মনে হল যেন, তিনি [জিবরাঈল] তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিবেন।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

67

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْكُتْ۔

(بخاری کتاب الادب باب من کان یؤمن باللہ والیوم الاٰخر)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.)

বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

68

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ! وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ! وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ! قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ لَا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ۔

(بخاری کتاب الادب باب اثم من لا یأمن جارہ بوائقه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্র কসম! সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্র কসম! সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্র কসম! সে মু'মিন নয়। বলা হলো, "হে আল্লাহ্র রসূল! "কে ?" তিনি বললেন, "যার প্রতিবেশী তার যুলুম অত্যাচার হতে নিরাপদ নয়।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)

দুর্বলদের প্রতি স্নেহ

69

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهٗ۔

(مسلم كتاب الجنّة باب النّار يدخلها الجبارون)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "বিক্ষিপ্ত কেশবিশিষ্ট, ধূলিময় (মুখমন্ডল) এবং গৃহ থেকে বিতাড়িত এমন বহু লোক রয়েছে, যদি তারা আল্লাহর কসম খেয়ে কিছু বলে, তিনি (আল্লাহ্) অবশ্যই তা পূর্ণ করে দেন।"

(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত)।

70

عَنْ اَبِي الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِبْغُوْنِيْ فِيْ ضُعَفَائِكُمْ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ۔

(ترمذى كتاب الجهاد باب ماجاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين)

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, "তোমরা আমাকে তোমাদের গরীবদের মধ্যে অনুসন্ধান কর এজন্য যে, তোমরা তোমাদের গরীবদের কারণেই রিয্ক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হও।"

(তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ)

ক্ষমা ও মার্জনা

71

عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنَّہٗ قَالَ : اَفْضَلُ الْفَضَائِلِ اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِیَ مَنْ مَنَعَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ ۔

(مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۴۳۸)

হযরত মুয়াজ বিন আনাস (রা.) হযরত রসূল করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য এটা যে, তুমি তার সাথে আত্মীয়তাকে সংযুক্ত করো যে তোমা থেকে তা ছিন্ন করেছে এবং তুমি তাকে দান কর যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে এবং তাকে মার্জনা কর যে তোমাকে গাল মন্দ দিয়েছে।"

(মুসনাদ আহ্‌মদ)

72

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَۃٌ مِنْ مَّالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَۃٍ اِلَّا زَادَہُ اللّٰہُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ ۔

(مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۳۵، جلد ۲ صفحہ ۴۳۸)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "দান-খয়রাত করলে কারো ধন-সম্পত্তি কমে না। এবং যে ব্যক্তি নির্যাতন মার্জনা করে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সম্মান এবং বিনয়ে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন।"

(মুসনাদ আহমদ)

পানাহার সম্পর্কিত

73

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالٰى ، فَإِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ إِسْمَ اللهِ تَعَالٰى فِىْ اَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ۔

(ترمذى كتاب الاطعمة باب ماجاء فى التسمية على الطعام)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ খাবার খেতে আরম্ভ করে, সে যেন আল্লাহ্‌র নাম নেয়। যদি সে খাবারের শুরুতে এটা বলতে ভুলে যায়, তবে সে খাবরের শেষে বলবে–বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু (আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করলাম ও শেষ করলাম)।"

(তিরমিযী কিতাবুল আতয়ে'মা)

74

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ۔

(ترمذى كتاب الدعوات باب ما يقول اذا فرغ من الطعام)

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (সা.) যখন কোন কিছু খেতেন বা পান করতেন তখন তিনি (সা.) বলতেন– "আলহামদু

লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া যায়ালানা মুসলিমীন।" অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র; যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।"

(তিরমিযী, কিতাবুত্ দাওয়াত)

পোষাক পরিচ্ছদ

75

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ـ

(مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة)

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল পাক (সা.) আমাদেরকে রেশমী ও বুটি তোলা রেশমী কাপড় (কিংখাব) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের সোনার বা রূপার (তৈরী) পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, "এগুলো এ দুনিয়ায় তাদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য।"

(মুসলিম, কিতাবুল লেবাস)

76

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ ـ عِمَامَةً ، اَوْ قَمِيْصًا ، اَوْ رِدَاءً ـ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ ، اَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ـ

(ترمذى كتاب اللباس باب مايقول اذا لبس ثوبًا جديدًا)

হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূল করীম (সা.) যখন নতুন পোষাক পরিধান করতেন তখন উক্ত পোষাকের ধরণ, যেমন পাগড়ি, আলখেল্লা ও চাদর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতেন এবং তারপর তিনি এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্ সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছো। এর মধ্যে যে উপকারিতা নিহিত রয়েছে তা তোমার কাছে কামনা করি এবং যার উদ্দেশ্যে এটা তৈরী করা হয়েছে, এর কল্যাণও কামনা করি। অপরদিকে আমি তোমার আশ্রয় কামনা করি এর মধ্যস্থিত সম্ভাব্য সকল অপকারিতা থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরী করা হয়েছে তার সম্ভাব্য অমঙ্গল থেকেও।"

(মুসলিম, কিতাবুল লেবাস)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

77

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ۔

(مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء)

হযরত আবু মালিক আল আশাআরী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ"।

(মুসলিম, কিতাবুত্ ত্বহারত)

78

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلسِّوَاكُ مُطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ۔

(نسائى باب الترغيب فى السواك)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করার ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায়"।

(নিসাঈ, বাব তারগীব ফিস্‌সিওয়াক)

হিংসা-বিদ্বেষ
⑦⑨

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ۔ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ ۔ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا ۔ وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ ۔

(مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, অযথা মূল্য বৃদ্ধি কর না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর না, একে অপরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর না। তোমরা একে অপরের সওদার উপর সওদা কর না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই-ভাই হও। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই এবং সে যেন তার উপর নির্যাতন না করে এবং তাকে অপদস্ত না করে। আঁ- হযরত (সা.) নিজ বক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিন বার বললেন, "এইখানে তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি)" অতঃপর তিনি আরও বলেন, " কারো নিজ মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করাই তার অনিষ্টের জন্য যথেষ্ট। একজন মুসলমানের অর্থ, সম্পত্তি এবং সম্মান অপর মুসলমানের কাছে অবৈধ।"

(মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্ সালাহ্)

80

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ ؛ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ اَوْ قَالَ الْعُشْبَ ۔

(ابوداؤد کتاب الادب باب فی الحسد)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হিংসা থেকে সাবধান থেকো। কারণ আগুন যেভাবে কাঠ ও খড়কে ভক্ষণ করে ঠিক সেইভাবেই হিংসা পুণ্যকে ভক্ষণ করে ফেলে"।

(আবু দাউদ,কিতাবুল আদাব)

অহংকার

81

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ
حَسَنًا وَّنَعْلُهٗ حَسَنَةً ، قَالَ : اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ،
اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ۔

(مسلم کتاب الایمان تحریم الکبر وبیانہ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অহংকার রয়েছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, যে ব্যক্তি সুন্দর কাপড় ও সুন্দর জুতা পছন্দ করে তার অবস্থা কি রকম? তিনি উত্তর দিলেন আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। সত্যকে পরিহার এবং মানুষকে ঘৃণা করার মধ্যেই অহংকার নিহিত"।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

মিথ্যা
৪২

عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا۔

(مسلم كتاب البرّ والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সত্যকে অবলম্বন কর। কারণ, সত্য (মানুষকে) পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে, আর পুণ্য (মানুষকে) জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন এমন এক সময় আসে যখন আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে পরম সত্যবাদী (সিদ্দীক) বলে আখ্যায়িত করা হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থেকো! কারণ মিথ্যা (মানুষকে) পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ (মানুষকে) দোযখের দিকে ধাবিত করে। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলে এবং মিথ্যার

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এমন এক সময় আসে যখন আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে পরম মিথ্যাবাদীরূপে লেখা হয়"।

(বুখারী, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্ সালাহ)

83

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَآئِرِ ؟ قُلْنَا : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِأً فَجَلَسَ فَقَالَ : اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا : لَيْتَهٗ سَكَتَ۔

(بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین)

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "আমি কি তোমাদের সর্বাধিক বড় পাপ সম্বন্ধে অবগত করবো না? আমরা বললাম "হে আল্লাহ্‌র রসূল! হ্যাঁ অবশ্যই বলুন" হযরত রসূল করীম (সা.) বললেন, "আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা"। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, "সাবধান! মিথ্যাকে পরিহার কর।" তিনি এটা বার বার বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা বললাম হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)

ইসলামের অধঃপতন

(84)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَآئِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتٰى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَآئِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ ۔ (ترمذی کتاب الایمان باب افتراق هذه الامة)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের উপর ও এমন অবস্থা আসবে যেমন বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে, এমনকি তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রুপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে– যে তদ্রূপই করবে। বনী ইসরাঈল তো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল; আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র এক ফেরকা ব্যতীত। তারা (সাহাবারা) বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল

সে ফিরকা কোনটি? তিনি বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছি সে পথে যারা থাকবে"।

(তিরিমিযী, কিতাবুল ঈমান)

85

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَآءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ ـ (رَوَاهُ الْبيهقى فى شعب الايمان)

(مشكوة كتاب العلم، الفصل الثالث صفحه ٣٨ كنز العمال جلد ٢ صفحه ٤٣)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কোরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়েতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফিৎনা ফাসাদ উত্থিত হবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে"।

(মিশকাত, কিতাবুল ইল্‌ম)

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন

(86)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذْ نَزَلَتْ عَلَیْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ : وَاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ ، قَالَ رَجُلٌ مَّنْ هٰؤُلَآءِ یَارَسُوْلَ اللهِ؟ فَلَمْ یُرَاجِعْهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰی سَأَلَهٗ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ اَوْ ثَلَاثًا قَالَ وَفِیْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدَهٗ عَلٰی سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ الْاِیْمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَهٗ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَآءِ۔

(بخاری کتاب التفسیر سورة جمعة و مسلم، صفحه ۱۴۰)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.) এর কাছে বসেছিলাম; তখন সূরা জুমুআ নাযিল হল। অতঃপর যখন তিনি **“ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু বিহীম”** পড়লেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহ্‌র রসূল! এরা কারা (যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হননি) ? কিন্তু তিনি (সা.) এর কোন উত্তর দেননি। এমনকি সে তাঁকে (সা.) দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করলো। বর্ণনাকারী বললো, তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। সালমান ফারসী (রা.)-এর কাঁধের উপর হাত রেখে রসূল

করীম (সা.) বললেন, "ঈমান যদি কখনো সপ্তর্ষীমন্ডলে চলে যায় তথাপিও এদের (পারশ্য বংশোদ্ভূত) এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনবে"। (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

87

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْهُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا .

(بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسٰی بن مریم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, "তাঁর কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবে যিনি সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ হবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শূকর বধ করবেন, যুদ্ধ রহিত করবেন এবং অর্থ সম্পদ বিতরণ করবেন কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না, এমনকি একটি সিজদা পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সকল বস্তু থেকে উত্তম হবে।" অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, "তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করতে পার-'আহলে কিতাব হতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পূর্বে এর (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই

বিশ্বাস রাখবে এবং সে কিয়ামতের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (৬ : ১৬০)। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

88

اَلَا اِنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ نَبِيٌّ وَلَا رَسُوْلٌ، اَلَا اِنَّهٗ خَلِيْفَتِيْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ ، اَلَا اِنَّهٗ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا، اَلَا مَنْ اَدْرَكَهٗ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ـ

(طبرانی الاوسط والصغیر)

"সাবধান! আমার এবং মরিয়ম-পুত্র ঈসার মধ্যে কোন নবী বা রসূল থাকবে না। স্মরণ রেখো, নিশ্চয়ই তিনি আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে আমার খলীফা হবেন। স্মরণ রেখো! তিনি দাজ্জালকে বধ করবেন এবং ক্রুশকে ধ্বংস করবেন, জিযিয়া (বিজিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায়কৃত কর) উঠানো বন্ধ করবেন এবং যুদ্ধকে রহিত করবেন। যে ব্যক্তি তাকে পাবে সে যেন তার কাছে (আমার) 'সালাম' পৌঁছায়"। (তিবরানী)

89

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ

(درمنثور صفحہ ۲۴۵/ج ۲)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ, মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.)-কে পাবে সে যেন তার কাছে (আমার) সালাম পৌঁছে দেয়"। (দুর্‌রে মনসুর)

90

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِى۔

(ابن ماجه كتاب الفتن)

হযরত সওবান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা তাকে (মাহ্‌দীর আবির্ভাবের সংবাদ) পাও তখন তার বয়আত কর, যদিও তোমাদেরকে বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা, মাহ্‌দী"। (ইবনে মাজা)

91

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ ۔

(بخارى كتاب الانبياء باب نزول عيسىٰ بن مريم عليه السلام۔ مسند احمد جلد ۲ صفحه ۳۳۶)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা কতই না সৌভাগ্যশালী হবে, যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম-পুত্র ঈসা আবির্ভূত হবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম (ধর্মীয় নেতা) হবেন।" অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, "তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন"।

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া/মসুনাদ আহমদ দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ৩৩৬)

92

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ۔

(سنن دار قطنی باب صفة صلوة الخسوف والكسوف وهيئتهما)

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমাদের মাহ্দীর জন্য দু'টি নিদর্শন রয়েছে যা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়নি। রমযান মাসে (চন্দ্র-গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র-গ্রহণ এবং সেই মাসেই (সূর্য-গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে"।

(দারকুতনি, বাব সিফাত সালাতিল খুসুফে ওয়াল কুসুফে)

খুতবা 'হুজ্জাতুল বিদা'
(93)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ، أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔ قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ اَخُو الْمُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَاَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَتَلْتُهُ هُذَيْلٌ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ إِلَّا

أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ،فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ،فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ـ أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ،فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُو نَ ـأَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ۔

(ترمذی أبواب التفسیر سورۃ التوبہ)

হযরত সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহ্ওয়াস বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, তিনি **'হুজ্জাতুল বিদা'-র** সময় হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তখন নবী করীম (সা.) আল্লাহ্তা'লার হাম্দ ও সানা (প্রশংসা ও গুণকীর্তন) বর্ণনা করলেন ও উপদেশ দান করলেন এবং বললেন, "কোন্ দিনটি সর্বাধিক পবিত্র ? কোন্ দিনটি সর্বাধিক পবিত্র ? কোন্ দিনটি সর্বাধিক পবিত্র ?" সাহাবারা বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! 'হজ্জে আকবরের দিন।' তিনি (সা.) বললেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য এরূপ পবিত্র যেভাবে তোমাদের এই শহরে, এই মাসে, আজকের এই দিনটি পবিত্র। শুন! যে পাপ করে সে তার নিজেরই বিরুদ্ধে পাপ করে। কোন পিতার গুনাহ্র ভার তার পুত্রের উপর বর্তাবে না এবং কোন পুত্রের পাপের ভার তার পিতার উপর বর্তাবে না। শুন! মুসলমান ভাই-ভাই। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের কোন জিনিস বৈধ নয়–তা ব্যতিরেকে যা সে (তার ভাইয়ের জন্য) নিজ পক্ষ হতে বৈধ করে। সাবধান! অন্ধ যুগের প্রত্যেক ধরনের সুদ অবৈধ। হ্যাঁ, তোমাদের জন্য শুধু মূলধনই (বৈধ)। তোমরা (সুদের ব্যাপারে) জুলুম কর না। তাহলে তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না।

কেবল আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের সুদ ব্যতিরেকে, কেননা তা সুস্পষ্টরূপেই রহিত করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের (অন্ধকারের) যুগের সকল রক্ত বিনা প্রতিশোধে ক্ষমা করে দেওয়া হল এবং সর্বপ্রথম আমি বিনা প্রতিশোধে হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবের রক্ত মাফ করছি– যে বনু লায়সের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিল এবং হুযায়্‌ল তাকে হত্যা করেছিল। শুন! স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, কারণ তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তাদের প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছাড়া তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার নাই। যদি তারা এরূপ করে তাহলে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে মারাত্মক আঘাত না করে শাসন কর। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অবলম্বন করো না। শুন! নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের ওপর কতক দায়িত্ব রয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীগণের জন্যও তোমাদের ওপর কতক দায়িত্ব রয়েছে। তোমাদের স্ত্রীগণের ওপর তোমাদের জন্য এই দায়িত্ব যে, তারা যেন তোমাদের শয্যা অন্য কারো জন্য না বিছায়– যাকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারা যেন তোমাদের ঘরে তাদেরকে আসতে অনুমতি না দেয়, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর। শুন! তোমাদের উপর তাদের জন্য দায়িত্ব হল এই যে, তোমরা খোরপোষের ব্যাপারে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

(তিরমিযী)